দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ডাকসু ভবনের সামনে আড্ডায় মগ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রী -ইত্তেফাক

শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে

উচ্চ শিক্ষায় ছেলে-মেয়েদের অবস্থান প্রায় সমান

॥ মিজানুর রহমান ॥

শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েরা ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষায় ছেলে-মেয়েদের অবস্থান এখন প্রায় সমান। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছেলে-মেয়েদের গড় অনুপাত ১ : ১ দশমিক ৭৬ (১ মেয়ে এবং ১.৭৬ ছেলে)। প্রতিবছর এ ব্যবধান হ্রাস পাচ্ছে। শুধু সংখ্যার দিক থেকেই নয়, ফলাফলের দিক থেকেও সমান সাফল্য অর্জন করছে তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র এমনি।

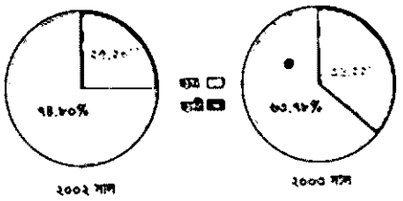

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, এ দেশের নারী সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি লাভ করছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ সর্বস্তরে মেয়েদের অবস্থান প্রশংসনীয়। এর কারণ হিসেবে অভিভাবকদের পাশাপাশি মেয়েদের সচেতনতার কথা বলেছেন তারা। উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সূত্রে জানা যায়, দেশের পাবলিক (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েরা

(প্রথম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ছাত্রী সংখ্যা শতকরা ১২ দশমিক ৪৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু ২০০৩ সালেই মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ শিক্ষাবর্ষে ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০ লাখ ৭৫ হাজার ৮৬৬ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৫৩০ জন। অর্থাৎ ছাত্রী শতকরা ৩৬ দশমিক ২২ ভাগ এবং ছাত্র ৬৩ দশমিক ৭৮ ভাগ। ১৯৯৮ সালে ছাত্রী ছিল ২৩ দশমিক ৭৯ এবং ছাত্র ৭৬ দশমিক ২১, গড় অনুপাত ১ : ৩ দশমিক ২০। ১৯৯৯ সালে ছাত্রী ছিল ২৪ দশমিক ৮৩ ভাগ এবং ছাত্র ৭৫ দশমিক ১৩ ভাগ, গড় অনুপাত ১ : ৩ দশমিক ১২ ভাগ। ২০০০ সালে ছাত্রী ২৪ দশমিক ১৬ এবং ছাত্র ৭৫ দশমিক ৮৪, গড় অনুপাত ছিল ১ : ৩ দশমিক ১৩। ২০০১ সালে ছাত্রী ২৪ দশমিক ৩০ এবং ছাত্র ৭৫ দশমিক ৭০, গড় অনুপাত ছিল ১ : ৩ দশমিক ১১। ২০০২ সালে ছাত্রী ছিল ২৫ দশমিক ২০ ভাগ এবং ছাত্র ৭৪ দশমিক ৮০ ভাগ, গড় অনুপাত ছিল ১ : ২ দশমিক ৯৭।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রাপথে মোট ৮৭৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিল মাত্র ১জন। সিলেটের লীলা নাগ সে বছর ইংরেজীতে এমএ পড়তে আসেন। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০ হাজারের বেশী। এরমধ্যে ছাত্রী প্রায় ৪৫ %। এ প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ১ হাজার ৪৪১ জন শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষিকা প্রায় ৪ শ'। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, অবহেলিত থাকার কারণে মেয়েদের মধ্যে এখন জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষাকে তারা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েরা খুব শীঘ্রই ছেলেদের অতিক্রম করবে।

২০০৩ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম বা সর্বোচ্চ গ্রেড পয়েন্ট প্রাপ্ত যে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে সুশিক্ষা বর্ষ উপলক্ষে ৪৪ জনকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়, এর মধ্যে মেয়ে ১৯ এবং ছেলে ২৫ জন। চাহিদাসম্পন্ন বিভাগগুলোতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ফলাফলের দিক থেকে এগিয়ে। বাণিজ্য অনুষদে যে ৬ জনকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয় তারা সবাই মেয়ে। জীববিজ্ঞান অনুষদে ৬ জনের মধ্যে ৪ জন মেয়ে এবং ২ জন ছেলে। বিজ্ঞান অনুষদে ১০ জনের মধ্যে ১ জন মেয়ে এবং ৯ জন ছেলে। আইন অনুষদে ১ জন মেয়ে ১জন ছেলে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ৩ জন মেয়ে, ৭ জন ছেলে। কলা অনুষদে ৫ জন মেয়ে এবং ৪ জন ছেলে। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১ জন ছেলে এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে ১ জন মেয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

শিক্ষায় মেয়েদের এ অগ্রসরতার কারণ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইউ এ বি রাজিয়া আক্তার বানু বলেন, মেয়েদের শিক্ষায় অগ্রসরের মূল কারণ অভিভাবকদের সচেতনতা। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্রী পড়াশোনা করছে তারা শহর-কেন্দ্রিক। শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান ভাল এবং এখানকার অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করে না। আর পড়াশোনার ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা সিরিয়াস বেশী। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বহির্বিশ্বের সঙ্গে তুলনা করে মেয়েরা পড়াশোনায় উৎসাহী হচ্ছে। তারপর সরকারের উদ্বিপনামূলক প্রচেষ্টাতো রয়েছেই।

২০০২-২০০৩ শিক্ষা বর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬ হাজার ৪৯১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৯ হাজারের অধিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ৬ হাজার, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ১ হাজার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ৭ হাজার ৫৯৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ হাজার ১৩৭ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ হাজার ৮২৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩ হাজার ৫৫৬ জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ১৭৭ জন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ৭ হাজার ৮২৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ হাজার ৪৫৭ জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৯৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৪৮ জন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহে ৫ লাখ ৬১ হাজার ৮৬৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ২ লাখ এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ লাখ ৯ হাজার ২৬৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিল ১ লাখ ৭০ হাজার ১৭১ জন। ৫২ টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৩ সালে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৬ হাজার ৮০ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল প্রায় ১১ হাজার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বলেন, মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়া-লেখা অবৈতনিক করে দেয়ায় উচ্চ শিক্ষায় তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে মেয়েদের নিরাপত্তা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে পড়ালেখা স্থগিত করে দেয়ার পরও তাদের উপস্থিতি সন্তোষজনক নয়। তিনি বলেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে উচ্চ শিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পাবে। উচ্চ শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণে বৈষম্য রয়েছে। কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে মেয়েদের সংখ্যা বাড়লেও বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদে তারা পিছিয়ে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে তিনি নারী আন্দোলনের ইতিবাচক দিকের কথাও উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী রুমিয়া রহমান বলেন, মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নেই বলে অভিভাবকরা এক সময় ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু অভিভাবকরা এখন অনেক সচেতন। তারা বুঝতে পেরেছেন ছেলেদের মত মেয়েদেরও উচ্চ শিক্ষা প্রয়োজন। তাই আজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে মেয়েদের পড়ালেখা করতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

আইন ও সালিস কেন্দ্রের এ্যাডভোকেট ইলা চন্দ বলেন, এক সময় বাবা-মা মেয়েদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করতেন। আজ সে অবস্থার অবসান হয়েছে। অভিভাবকদের পাশাপাশি মেয়েরাও আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সচেতন। আর এটা যুগেরও দাবি। তিনি বলেন, শিক্ষায় মেয়েদের অগ্রসরের মূল কারণ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বৈষম্যের অবসান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম এ ফয়েজ বলেন, পড়ালেখার ক্ষেত্রে মেয়েরা বেশী মনযোগী। তাদের সচেতনতা বেড়েছে। অভিভাবকরাও সহযোগিতা করছে। মেয়েদের পড়ালেখায় প্রতিবন্ধকতার মত অবস্থা বিরাজ করছে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও পড়ালেখার অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। এসব কারণেই শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এখন প্রায় ৬০ ভাগ মেয়ে পড়ালেখা করছে। এরাই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে। এইচএসসি পর্যন্ত মেয়েদের পড়ালেখা বর্তমান সরকার ফ্রি করে দিয়েছে। ফলে মেয়েরা পড়ালেখায় আগ্রহী হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে উদ্দীপনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করাও উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এছাড়া, অভিভাবকরা বুঝতে পেরেছে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন। আর বর্তমানে মেয়েরা অনেক সচেতন। তারাও পড়ালেখা করতে চায়।